১. দত্তবাড়ির থিয়েটার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়ুয়ারা পাঠ্যের বিষয়বস্তু বুঝে তার সম্বন্ধে মতামত দিতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। গল্পটি পড়ে তারা এটিকে নাট্যরূপ দিতে পারবে।

শখের থিয়েটার মানে হল, থিয়েটার করার শখ হয়েছে তাই থিয়েটার করছি। অভিনয় এদের কারুরই পেশা নয়। মঞ্চ তৈরি করা, পোশাকের ব্যবস্থা করা, মেক-আপ করা—সবই নিজেদের করতে হয়। তাই মঞ্চে প্লে শুরু হবার পর দেখা যায় নানারকম মজার মজার ব্যাপার। হাসির নাটক না হলেও প্লে দেখতে দেখতে পাওয়া যায় প্রচুর হাসির খোরাক।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাড়ার শখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। 'মেঘনাদবধ' হবে। এর আগে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখেছি। কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখিনি। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়া নেই, বিশ্রামও নেই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করতে পেরে একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরতে বলেছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করেছিলাম রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়ে গ্রিনরুমের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়ে লাঠির খোঁচা খাবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বেঁচে যাব। হয়তো-বা আমাকে দেখলে এক-আধবার ভিতরেও যেতে দেবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম, সন্ধের পর তার আর কোনো পুরস্কারই পেলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রিনরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম, রামচন্দ্র কতবার এলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনতে পারলেন না। একবার জিজ্ঞেস করলেন না, আমি অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁর একেবারে শেষ হয়ে গেছে!

রাত দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হয়ে গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই

Scanned with CamScanner

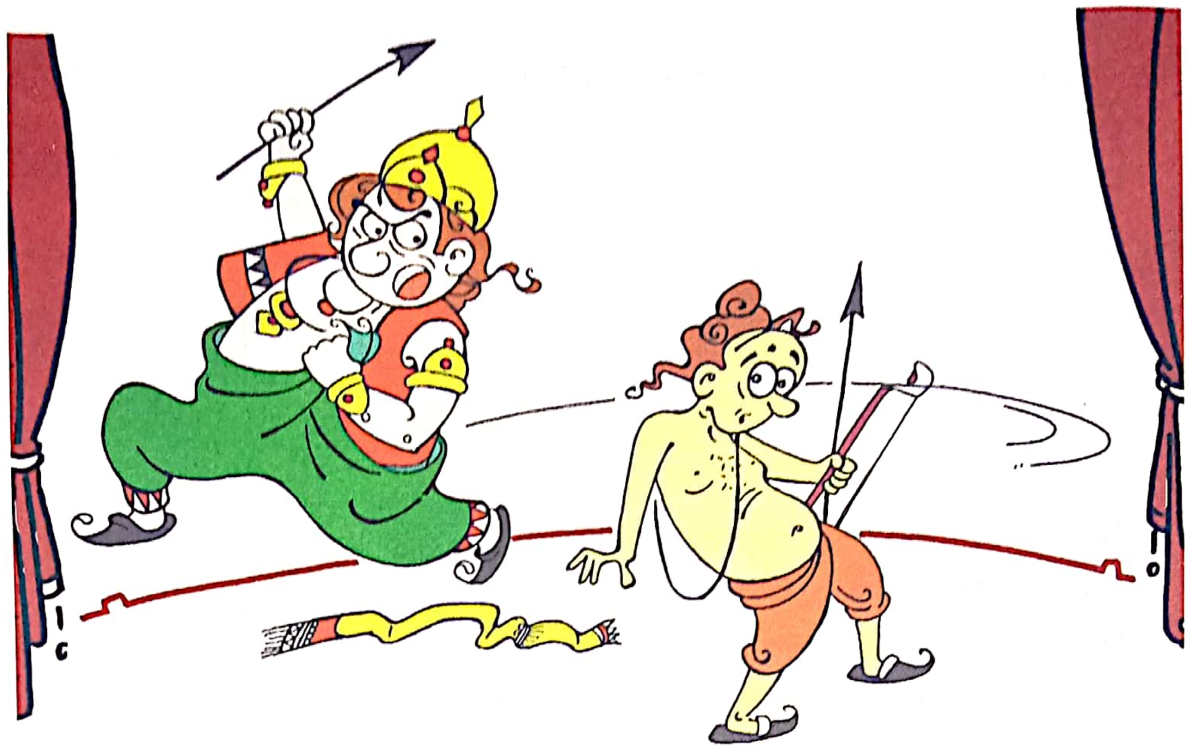

হতশ্রদ্ধ হয়ে সমুখে এসে একটা জায়গা দখল করে বসলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সব অভিমান ভুলে গেলাম। সে কী প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখেছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁর ছ'হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলত, মরলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নেই। অনেক দিনের কথা। আমার সব ঘটনা মনে নেই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করেছিলেন, আমাদের দেশের হারান পলসাঁই ভীম সেজে মস্ত একটা সজনের ডাল ঘাড়ে করে দাঁত কিড়মিড় করেও তেমনটি করতে পারতেন না।

ড্রপ্‌সিন উঠেছে। মনে হয় তিনি লক্ষ্মণই হবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা থেকে একেবারে লাফ দিয়ে সুমুখে এসে পড়ল। সমস্ত স্টেজটা মড়্‌মড়্ করে কেঁপে দুলে উঠল। ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্‌টে নিবে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করে ছিঁড়ে পড়ল। একটা হৈ চৈ পড়ে গেল! তাঁকে বসে পড়বার জন্য কেউ-বা সভয় চিৎকারে অনুনয় করে উঠল। কেউ-বা সিন্ ফেলে দেবার জন্য চেঁচাতে লাগল। কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ। কারও কোনো কথায় বিচলিত হলেন না। বাঁ-হাতের ধনুক ফেলে দিয়ে, পেন্টুলানের মুট চেপে ধরে ডান হাতের শুধু তির দিয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেক অনেক রকম যুদ্ধ দেখেছি মানি, কিন্তু বাঁ-হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়— শুধু ডান হাত এবং তির দিয়ে ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখেছে। অবশেষে তাতেই জিৎ। বিপক্ষকে সে যাত্রা পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হল।

জেনে রাখ

অল্প কথায় / যিনি লিখেছেন: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি দেবানন্দপুর গ্রামে। ১৭ বছর বয়স থেকেই তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' গল্পটি 'কুন্তলীন' পুরস্কার পায়। তাঁর

Scanned with CamScanner

কয়েকটি রচনা: রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, শ্রীকান্ত (৪ পর্ব), পথের দাবী, গৃহদাহ, দেবদাস প্রভৃতি। মৃত্যু ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রি.। পাঠ্যাংশ শ্রীকান্ত ১ম পর্ব থেকে নেওয়া। শিরোনাম যোগ করে সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় বদলে নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজি শব্দ: স্টেজ—মঞ্চ। বেল—ঘণ্টা। থিয়েটার, সিনেমা শুরুর আগে পর পর তিনটি 'বেল' বাজে। সাধারণত শুরুর দশ মিনিট আগে ফার্স্ট বেল, এখানে যাকে 'পয়লা' বলা হয়েছে, তার পাঁচ মিনিট পরে সেকেন্ড বেল এবং পাঁচ মিনিট পরে থার্ড বেল বাজার পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। ড্রপসিন—পর্দা, যবনিকা। এই পর্দা সরে গেলে নাটক শুরু হয়। প্রতি অঙ্কের শেষে পর্দা নেমে আসে। আবার উঠলে পরের অঙ্ক শুরু হয়। শেষ বারের মতো পর্দা পড়লে নাটক শেষ হয়। পেন্টুলান—শব্দটি আসলে প্যান্টালুন। চলতি কথায় যাকে ফুলপ্যান্ট বলা হয়। প্লে—নাটক বা অভিনয়। ফুটলাইট—অভিনয়-মঞ্চের সামনের দিকে যে আলো জ্বালানো হয়। পাদপ্রদীপ। ল্যাম্প—বাতি। গ্রিনরুম—সাজঘর। রঙ্গমঞ্চে কুশীলবদের বিশ্রামকক্ষ। আগে এই ঘরের দেওয়াল সবুজ রঙের হত, তাই এই নাম। সিন—যবনিকা, ড্রপসিন। অন্য মানে দৃশ্য।

শব্দের অর্থ

শখের থিয়েটার—শখ করে নাটক অভিনয় করা অ-পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনীত নাটক amateur theatre

মেঘনাদবধ—লঙ্কার রাজা রাবণের ছেলে মেঘনাদকে বধ করেছিল লক্ষ্মণ। সেই ঘটনা নিয়ে লেখা নাটক

যাত্রা—দৃশ্যপটহীন অভিনয়

কৃতার্থ—মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে এমন

কানাত—তাঁবুর চারদিকের ক্যাম্বিস-কাপড়ের ঘের

হতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধার অভাব ঘটা

বিক্রম—শক্তি

কোমরবন্ধ—কোমরে বাঁধার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের বা চামড়ার পটি। belt

বাহাদুর—বীর

প্রাণপাত—দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে

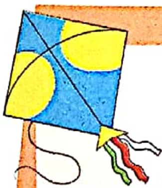

তোমরা সবাই তো গল্পটা পড়লে। এবার এই পুরো গল্পটা তোমরা সবাই মিলে অভিনয় করে দেখাও তো দেখি। সংলাপও নিজেরাই লিখো কিন্তু।

দুর্গাপুজো কিংবা কালীপুজোর সময় এরকম অনেক ছোটো ছোটো অনুষ্ঠান পাড়ায় পাড়ায় মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়। পাড়ার সবাই একসাথে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং তাতে অংশও নেয়। এই একসাথে কিছু একটা করাতে খুব আনন্দ হয়। তোমার পাড়ায় কিংবা আবাসনে কি এরকম কিছু হয়? তুমি অথবা তোমার বাড়ির লোক কি সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়? যদি নেয়, তাহলে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলো।

Scanned with CamScanner

Page No :
Date :

BENGALI

CLASS- V

"দত্তবাড়ির থিয়েটার"

১। বইতে দাগ দেওয়া শব্দগুলি বানান পড়বে।

২। বাক্য রচনা:- শখ, স্টেজ, থিয়েটার, বিশ্রাম, সাহায্য, আশা, গ্রিনরুম, দুর্ভাগ্য, পরিশ্রম, পুরস্কার, দখল, ঘটনা, লায়ক, কোমরবন্ধ, যুদ্ধ, বীর, আত্মরক্ষা,

৩। বিপরীত শব্দ:- বাঁকা, পাড়াগাঁ, বিশ্রাম, আশা, ভিতর, দুর্ভাগ্য, পুরস্কার, সম্মুখে, উপায়, নিবে, ডান, অনুকূল, যুদ্ধ, জিত, বিপক্ষ,

Scanned with CamScanner

Page No :
Date :

৪। প্রশ্ন ও উত্তর:-

ক). দত্তদের বাড়িতে কী হচ্ছে?
খ) সেখানে কী হবে? গ) বক্তাকে কে দড়ি ধরতে বলেছিল? ঘ) কিসের জন্যে দড়ি ধরতে বলেছিল? ঙ) বক্তার তার নিজের দুর্ভাগ্য মনে হয়েছিল কেন? চ) বক্তা রামচন্দ্রকে অকৃতজ্ঞ বলেছিল কেন? ছ) কটার সময় ক্রিকেটের পয়লা বেল হয়েছিল?
জ) বক্তা অল্পকালের মধ্যেই সব অভিমান ভুলে গেল কী করে?
ঝ) মেঘনাদের চেহারার বর্ণনা দাও,

Page No :
Date :

BENGALI

CLASS - V

Holiday Home-work :-

প্রশ্নের উত্তর লেখ :-

১। "সমস্ত দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম ------ পুরস্কারই পেলাম না।"

এটি কোন গল্পের অংশ? কার লেখা? বক্তা সমস্ত দিন কী পরিশ্রম করেছিল? বক্তা কী পুরস্কার আশা করেছিল?

২। "কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সব অভিমান ভুলে গেলাম।"

কে সব অভিমান ভুলে গেল? কেন

Page No :
Date :

সে সব অভিমান ভুলে গেল? তার কী অভিমান হয়েছিল?

৩। "অলস স্থলসা বীরত্ব প্রকাশ করছেন।" কে বীরত্ব প্রকাশ করছেন? কে লাফ দিয়ে এসে পড়ল? তারপর কী হয়েছিল?

Scanned with CamScanner